গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৫ সংখ্যা | ১ - ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বন সংরক্ষণ আইন

জনজাতি মানুষের সর্বনাশ ডেকে এনেছে

সবদিক থেকে আয়োজনটা তৈরিই ছিল। কেবল অপেক্ষা ছিল একটু সুযোগের। গত ২৬ জুলাই মণিপুর নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভায় একটানা গণ্ডগোলের মধ্যে সেই সুযোগটি নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও আলোচনার সুযোগ না দিয়েই বন (সংরক্ষণ) বিল-২০২৩ সংসদের উভয় কক্ষেই পাশ করিয়ে নিয়েছে তারা। আর তা আইনে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই এর আসল উদ্দেশ্য— আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের ভূমিহীন করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আইন পাশ হওয়ার পরে পরেই ১২ আগস্ট ওড়িশার রায়গড়া জেলার সিজিমালি পাহাড়ে বেদান্ত গোষ্ঠী অন্যায়ভাবে বনভূমির দখল নিতে উদ্যোগী হয়। রায়গড়া ও কালাহাণ্ডি জেলার কুত্রুমালি পাহাড়ে আদানি গোষ্ঠীও একইভাবে বনভূমির দখল নিতে যায়। গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিবাদী আদিবাসী যুবকদের উপর পুলিশ অত্যাচার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে। এই দুটি প্রকল্প গড়ে তুলতে ১৮০টি গ্রামের প্রায় দুই লক্ষ আদিবাসী মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। উল্লেখ্য, পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওড়িশা সরকার গ্রামসভার সম্মতি না নিয়েই অন্যায়ভাবে এই বনভূমির লিজ অনুমোদন করে রেখেছিল।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রক গত বছর ২৮ জুন 'বন সংরক্ষণ রুলস-২০২২'-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এই বিধি অনুযায়ী বন ও পরিবেশ

সাতের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর মুখে শান্তির বাণী! প্রশ্ন জাগাবেই

'সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু, তা সে যেখানেই হোক না কেন, ঘোর নিন্দাযোগ্য।' বক্তার নাম শুনলে চমকে যেতে পারেন। কথাগুলি বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ক'দিন আগে অনুষ্ঠিত জি-২০র অনলাইন বৈঠকে, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনার শেষে। বহু মৃত্যু চোখের সামনে দেখেও যাঁর মুখ থেকে একটি নিন্দাবাক্য বের হয়নি, তাঁর মুখ থেকে এমন কথা শুনলে চমক লাগারই কথা। সাথে ভাবনা হয়, যিনি মণিপুরে জাতিগত দাঙ্গায় মাসের পর মাস অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, গুজরাট উত্তরপ্রদেশ দিল্লি সহ দেশ জুড়ে একের পর এক দাঙ্গায় অজস্র মানুষের প্রাণহানি, ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি দেখেও নিশ্চুপ থেকেছেন তাঁর হঠাৎ এমন বোধোদয়ের কারণ কী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ইজরায়েল-হামাস সংঘাত যাতে কোনও ধরনের আঞ্চলিক যুদ্ধের চেহারা না নেয় তা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। বলেছেন, নিষ্পাপ শিশু এবং মহিলাদের উপর আক্রমণ একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, জি-২০র বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বেশিরভাগই যে ভাবে যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে সুর চড়িয়েছে তার চাপেই প্রধানমন্ত্রীর এই সুর পরিবর্তন।

ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালিয়ে শয়ে শয়ে মহিলা ও শিশুকে হত্যা শুরু করলে তার বিরুদ্ধে ভারত সহ বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মানুষ তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়তে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটিও নিন্দাবাক্য উচ্চারণ দূরের কথা ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে তাঁকে সমর্থনের কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। মণিপুরে শয়ে শয়ে নারী-শিশু সহ সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছেন, দেশজুড়ে দাবি উঠছে— প্রধানমন্ত্রী এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করুন, পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজধর্ম পালন করুন, দু-পক্ষের মাঝে গিয়ে দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সচেতন নীরবতায় সব দাবিকে অগ্রাহ্য করে হত্যাকাণ্ড চলতেই দিয়েছেন। গুজরাট দাঙ্গায় শত শত মানুষ নিহত হয়েছেন। সে-সময় তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। হত্যাকাণ্ড আটকানোর কোনও চেষ্টা দূরে থাক, নীরব থেকে তা চলতে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকা দেশজুড়ে এতই ধিক্কৃত হয় যে, তার প্রতিক্রিয়া সামলাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত তাঁকে তাঁর রাজধর্ম পালন করার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হন। তা হলে আজ হঠাৎ কী এমন ঘটল যে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে শান্তির দূত হিসাবে তুলে ধরতে তৎপর হয়ে উঠলেন?

দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যের কারণে ভারতের জনগণ সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। জনমতের এই চাপে দেশের শাসকরাও সাহস করেনি সাম্রাজ্যবাদী হামলাবাজদের পক্ষ নিতে। এই ঐতিহ্য মেনেই ভারত প্যালেস্টাইনের

দুয়ের পাতায় দেখুন

তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড রবীন মণ্ডল স্মরণে সভা

তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা, তিনবারের বিধায়ক, এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্বতন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন মণ্ডলের জীবনাবসান হয়েছে গত ১ নভেম্বর। ২৫ নভেম্বর জয়নগরের শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী নামাঙ্কিত মাঠে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা এসইউসিআই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে গরিব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলেছিলেন কমরেড রবীন মণ্ডল। ওই এলাকায় গরিব মানুষ রক্ত ঢেলে, প্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন দলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি, যে ঘাঁটিকে কংগ্রেস,

দুয়ের পাতায় দেখুন

বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

স্মরণসভায় জনসমাবেশের একাংশ

শিল্প সম্মেলনের বদলে বিদ্যুতের দাম কমালে ক্ষুদ্রশিল্প বাঁচত

রাজ্যের তৃণমূল সরকার বিপুল টাকা খরচ করে ২১-২২ নভেম্বর বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা শিল্প সম্মেলন করল। অথচ এ রাজ্যেই হাজার হাজার ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়ে যচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, এর অন্যতম কারণ, বিদ্যুতের বিপুল দামবৃদ্ধি। রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি ক্ষুদ্রশিল্প বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতি কেভিএ-তে ২০০ টাকা প্রতি মাসে মিনিমাম চার্জ আদায় করছে। এদের আগে কোনও মিনিমাম চার্জ দিতে হত না। এই অত্যধিক চার্জ বৃদ্ধির ফলে গত তিন মাসের মধ্যে কয়েক হাজার ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়েছে। অচিরেই হয়ত আরও কয়েক হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আবেদন জমা দিতে বাধ্য হবেন। বাস্তবে এই বাংলায় ক্ষুদ্রশিল্প ধ্বংস হবে। এদিকে রাজ্য সরকার ক্ষুদ্রশিল্পকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রচারে সল্টলেকে দু'দিন ধরে শিল্প সম্মেলন

দুয়ের পাতায় দেখুন

আইনজীবী রাইমোহন সিনহা স্মরণে সভা

বিশিষ্ট আইনজীবী লিগাল সার্ভিস সেন্টারের সহসভাপতি রাইমোহন সিনহা (ঝন্টুদা) ৩ নভেম্বর দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতার শিশুমঙ্গল হাসপাতালে প্রয়াত হন। লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ২৪ নভেম্বর কলকাতার সুজাতা সদনে। শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণা করেন সংগঠনের সম্পাদক অ্যাডভোকেট ভবেশ গাঙ্গুলী, সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও সংগঠনের সভাপতি মলয় সেনগুপ্ত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ডাঃ কিষান প্রধান, রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমার, বিশিষ্ট আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট আইনজীবী শিবপ্রসাদ মুখার্জী।

সিপিডিআরএস-এর সহসম্পাদক রাজকুমার বসাক, লিগাল সার্ভিস সেন্টারের সংগঠক রূপম চৌধুরী সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা আইনজীবী, আইনের ছাত্র, ল ক্লার্ক ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানান। প্রয়াত আইনজীবীর স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিজন মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আইনজীবী প্রীতম পণ্ডা। কলকাতা ও বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন

প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পূর্বতন চেয়ারম্যান শ্যামল সেনের পাঠানো শোকবার্তা দুটি পাঠ করে শোনান সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হাইকোর্টের আইনজীবী সেখ জায়েদ হোসেন।

বক্তারা প্রয়াত রাইমোহন সিনহার অনাড়ম্বর জীবন, মেধা, সদা হাস্যোজ্জ্বল ব্যবহার, উদারতা ও গরিব মানুষের প্রতি দরদবোধের কথা তুলে ধরেন। তিনি যৌবনে যে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলে যুক্ত হন, সে কথা উল্লেখ করেন। দলের পক্ষে তিনি পুরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। দরদি সমাজসেবী হিসাবে দলমত নির্বিশেষে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তিনি। তরুণ আইনজীবীদের প্রয়াত রাইমোহন সিনহার জীবনের এই গুণাবলি অর্জন করার আহ্বান জানান তাঁরা। সভার সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা ছায়া মুখার্জীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়। সভা সঞ্চালনা করেন লিগাল সার্ভিস সেন্টারের কোষাধ্যক্ষ এবং হাইকোর্টের আইনজীবী কার্তিক কুমার রায়। প্রায় দুই শতাধিক আইনজীবী, আইনের ছাত্র, ল ক্লার্ক ও অন্যান্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে শান্তির বাণী

একের পাতার পর

স্বাধীনতার দাবির পাশে সব সময়ই দাঁড়িয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে দু-পায়ে মাড়িয়ে বিজেপি সরকারই প্রথম প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী হামলাকে সমর্থন জানাল। কেন প্রধানমন্ত্রী এমন বিপরীত রাস্তায় চলতে শুরু করলেন? তীব্র মুসলিম বিদ্বেষই কি এর কারণ? উগ্র ইহুদিবাদ এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদ— এই দুই ধর্মান্ধ মতবাদের মিলই কি রয়েছে এই সমর্থনের পিছনে?

না, এগুলিই একমাত্র কারণ নয়। বিষয়টি এত সরলও নয়। ১৯৯০-এর দশক থেকেই কংগ্রেস-যুক্তফ্রন্ট-বিজেপি নির্বিশেষে ভারতের সরকারগুলি মুখে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করলেও ধীরে ধীরে মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের দিকে ঝুঁকতে থাকে। বিজেপি শাসনে ইজরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে ভারত সরকারের সখ্যতা গভীর হয়েছে। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসার পর তা ব্যাপক মাত্রা নিয়েছে। দুই দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। দুই দেশের মধ্যে সামরিক সরঞ্জাম সহ প্রতিরক্ষা লেনদেন ব্যাপক আকার নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যস্থতাতেই বিজেপির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ধনকুবের আদানিদের সঙ্গে ইজরায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাইফা বন্দর অধিগ্রহণ সহ অন্যান্য নানা ব্যবসায়িক চুক্তি হয়েছে। টাটা, মাহিন্দ্রা, সান ফার্মা, উইপ্রো, ইনফোসিস সহ ভারতীয় বহু কোম্পানি ইজরায়েলের নানা কোম্পানির সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ব্যবসায়িক লেনদেন চালাচ্ছে। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির এই ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই নরেন্দ্র মোদিরা আজ দেশের সমস্ত ঐতিহ্য, মর্যাদা, মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে জনমতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এই অন্যায় যুদ্ধে ইজরায়েলের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে গোটা আরব বিশ্ব জুড়ে প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণ এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ভারতের ইজরায়েল-সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার উঠেছে। জনমতের এই চাপ আরব সরকারগুলির উপরেও সমান তালে বাড়ছে। আরব দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ কম নয়। যুদ্ধের তীব্রতা বাড়লে সেই লেনদেনে তা প্রভাব ফেলতে বাধ। এই অবস্থায় বিজেপি সরকার নির্লজ্জ ইজরায়েল-সমর্থন বজায় রেখেও শান্তির কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। সেই বাধ্যতারই মৃদু উচ্চারণ শোনা গেছে জি-২০ বৈঠকে। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী এই শান্তির বাণী আওড়ানোর সময়েও ইজরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

ঠিক একই জিনিস দেখা যাচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের বিরোধিতায় গোটা বিশ্বের মানুষ সোচ্চার হলেও বিজেপি সরকার তার নিন্দা করেনি। সেখানেও দেখা গেছে, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থই ভারত সরকারের বিদেশনীতি এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিকে পরিচালিত করেছে। যুদ্ধ বিরোধী মানুষ যখন রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ করার দাবি তুলছে, তখন ভারত রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসাবে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সরকার রাশিয়া থেকে অতি সস্তায় তেল আমদানি করার সুযোগ করে দিয়েছে ভারতীয় একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলিকে। তারা সস্তায় আনা তেল শোধন করে ইউরোপ সহ বিশ্বের দেশে দেশে এবং ভারতীয় বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করে চলেছে। অথচ ভারতের জনগণকে এই সস্তা তেলের এতটুকু সুবিধাও পেতে দেয়নি নরেন্দ্র মোদি সরকার।

শুধু বিজেপি সরকারই নয়, বিশ্বের দেশে দেশে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের কাছেই যুদ্ধ কিংবা শান্তি সব কিছুই নির্ধারিত হয় দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই ইউক্রেন কিংবা প্যালেস্টাইন— এত ধ্বংস, এত মৃত্যু দেখেও বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি যুদ্ধের অবসানে কোনও কার্যকর ভূমিকা না নিয়ে বরং যুদ্ধকেই মদত দিয়ে চলেছে এবং নিজ নিজ দেশের অস্ত্র উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফার বিরাট সুযোগ হিসাবেই যুদ্ধকে কাজে লাগাচ্ছে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও এই শান্তির ভেক বিপন্ন মানুষের প্রতি কোনও দরদ থেকে নয়, দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই। দেশের প্রান্তে প্রান্তে শত সহস্র নারী-শিশুর রক্তে যে প্রধানমন্ত্রীর হাত রঞ্জিত তাঁর মুখে শান্তির বাণী যে নিপীড়িত মানুষের প্রতি পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয় তা দেশের মানুষকে পরিষ্কার ভাবে আজ বুঝতে হবে এবং যথার্থ শান্তির পক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সরকারকে বাধ্য করতে যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সেই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

জীবনাবসান

বীরভূম জেলায় দলের মুরারই লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড মাখন মণ্ডল ৬ নভেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রয়াত কমরেড জিয়াদ আলি বক্সি এবং কমরেড মাধব রায়চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কমরেড মাখন মণ্ডল এস ইউ সি আই (সি)-র আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আদর্শ তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। তখন থেকেই সক্রিয় কর্মী হিসেবে দলের কাজ করতে থাকেন। একটা পর্যায়ে কৃষক সংগঠন কেকেএমএফ (পরবর্তীকালে এআইকেকেএমএস)-এর মুরারই থানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দলের সমস্ত কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং এলাকায় তা রূপায়ণে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় তিনি দলের সদস্যপদ লাভ করেন। সততা, নিষ্ঠা, মধুর ব্যবহার, আর উদার হৃদয় সমস্ত মানুষের কাছেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গৃহশিক্ষকতা করতেন। ছিলেন খুবই ছাত্র বৎসল। তার মধ্য দিয়ে অনেককেই ছাত্র সংগঠন ও দলের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।

অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী অবস্থাতেও দলের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। কমরেডদের কাছে পেলে আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত হত। নতুনদের নানাভাবে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন মূল্যবোধ সম্পন্ন কমরেডকে হারাল, এলাকার মানুষ হারাল তাদের দরদি প্রিয়জনকে।

১৬ নভেম্বর রাজচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আয়েষা খাতুন, সভাপতিত্ব করেন মুরারই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গোলাম মুজতবা।

কমরেড মাখন মণ্ডল লাল সেলাম

প্রবাদপ্রতিম নেতা রবীন মণ্ডল স্মরণসভা

একের পাতার পর

সিপিএম, তৃণমূলের মতো কায়েমি স্বার্থবাদী সমস্ত দলই সব সময় চেষ্টা করেছে ভাঙার। তিনি বলেন, কমরেড রবীন মণ্ডল সমস্ত লড়াইয়ের মধ্যেই জনগণের কাছে শ্রেণি-রাজনীতির কথা তুলে ধরতেন।পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সর্বদা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশায় ও প্রয়োজনে অসমসাহসে তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়া দেখে মানুষ তাঁকে 'রবিনহুড' নাম দিয়েছিলেন।

স্মরণসভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার নস্কর। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বারুইপুর সংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু। তিন সহস্রাধিক মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রশিল্প বিপন্ন

একের পাতার পর

করছে। সরকারি অর্থ এইভাবে খরচ না করে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে এই জনবিরোধী ট্যারিফ অর্ডার বাতিল করলে রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প বেঁচে যেত। সাথে সাথে হাজার হাজার নতুন বেকার সৃষ্টি হত না। তা না করে ক্ষুদ্রশিল্পকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম করে এই শিল্প সম্মেলন করা শুধু নিন্দনীয় নয়, ধ্বংসাত্মক।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৬)

শ্রেণিসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি সর্বহারা একনায়কত্ব

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার ষষ্ঠ কিস্তি।

১৮৫২ সালে মার্ক্স প্রশ্নটি যে ভাবে উত্থাপন করলেন

১৯০৭ সালে মেরিং 'দি নিউ জেইট' (নবযুগ) পত্রিকায় (খণ্ড ২৫, ২য় সংখ্যা, পৃঃ-১৬৪) ওয়েডেমেয়ার এর কাছে লেখা মার্ক্সের চিঠির (৫ মার্চ, ১৮৫২) অংশবিশেষ প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিচের অসাধারণ পর্যবেক্ষণটিও ছিল ঃ 'আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আধুনিক সমাজে শ্রেণি বা শ্রেণি সংগ্রামের অস্তিত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণিগুলির অর্থনৈতিক গঠনতন্ত্র বর্ণনা করে গেছেন। নতুন যা আমি প্রমাণ করেছি তা হল— (১) উৎপাদন বিকাশের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গেই কেবলমাত্র শ্রেণিগুলির অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। (২) শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি সর্বহারার একনায়কত্ব। (৩) এই একনায়কত্বের অবস্থানই হচ্ছে শুধুমাত্র সমস্ত শ্রেণির বিলোপ ও শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণের জন্য।'

এই কথাগুলির মধ্যে আশ্চর্য স্পষ্টতায় মার্ক্স যা দেখিয়েছেন, প্রথমত, বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য, যাঁদের চিন্তা সবচেয়ে গভীর, তাঁদের তত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্সের তত্ত্বের প্রধান ও মৌলিক পার্থক্য, এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর তত্ত্বের সারবস্তু।

এটা প্রায়শই বলা এবং লেখা হয় যে, মার্ক্সীয় তত্ত্বের মূল কথা হল শ্রেণিসংগ্রাম। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। এবং এই ভ্রান্তচিন্তা থেকে প্রায়ই মার্ক্সবাদের সুবিধাবাদী বিকৃতিকরণ ঘটে, বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য মার্ক্সবাদের মিথ্যা রূপ দেওয়া হয়। শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বটি মার্ক্সের আবিষ্কার নয়, মার্ক্সের আগেই বুর্জোয়ারা এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে এই তত্ত্ব বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য। শুধু শ্রেণিসংগ্রাম স্বীকার করলেই একজন মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠেন না। এমনও হতে পারে, তিনি হয়তো তখনও বুর্জোয়া যুক্তিধারা ও বুর্জোয়া রাজনীতির গণ্ডি পার হননি। মার্ক্সবাদকে শুধুমাত্র শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ তার অঙ্গচ্ছেদ করা, বিকৃত করা, বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য একটা কিছুতে মার্ক্সবাদকে নামিয়ে আনা। তিনিই মার্ক্সবাদী যিনি শ্রেণিসংগ্রামের স্বীকৃতি থেকে আরও এগিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব স্বীকার করেন। এই হল পেটিবুর্জোয়া তথা বৃহৎ বুর্জোয়া এবং মার্ক্সবাদীদের মধ্যেকার সর্বপ্রধান পার্থক্য। এই কষ্টিপাথরেই যাচাই করতে হবে মার্ক্সবাদের প্রকৃত উপলব্ধি ও স্বীকৃতিকে। এ কথা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, ইউরোপের ইতিহাস যখন শ্রমিক শ্রেণিকে বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল, তখন শুধু সুবিধাবাদী এবং সংশোধনবাদীরাই নয়, সমস্ত কাউটস্কিপন্থীরাও (যারা সংশোধনবাদ এবং মার্ক্সবাদের মধ্যে দোদুল্যমান) সর্বহারার একনায়কত্ব অস্বীকার করে নিজেদের হতভাগা কূপমণ্ডুক এবং পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী হিসাবে প্রমাণ করল। বর্তমান বইটি (রাষ্ট্র ও বিপ্লব) প্রকাশেরও অনেক পরে ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত 'সর্বহারা একনায়কতন্ত্র' নামে কাউটস্কির লেখা পুস্তিকাটি মার্ক্সবাদের পেটিবুর্জোয়া বিকৃতি এবং ভণ্ডের মতো মুখে স্বীকার করে কার্যক্ষেত্রে মার্ক্সবাদকে হীনভাবে বর্জনের একটি নিখুঁত উদাহরণ (পেট্রোগ্রাদ ও মস্কো থেকে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত আমার 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি' বইটি দ্রষ্টব্য)।

এক সময়ের মার্ক্সবাদী কার্ল কাউটসস্কি হলেন বর্তমান কালের সুবিধাবাদের প্রধান মুখপাত্র। বুর্জোয়াসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতির বৈশিষ্ট্য, মার্ক্স যা উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন, আজকের দিনের এই সুবিধাবাদ সেই বর্ণনার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। কারণ এই সুবিধাবাদ শ্রেণিসংগ্রামের স্বীকৃতিকে বুর্জোয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে (এই ক্ষেত্রের মধ্যে, এর কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে কোনও শিক্ষিত উদারনীতিকই 'নীতিগত ভাবে' শ্রেণিসংগ্রামকে অস্বীকার করবেন না!) পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের যুগ পর্যন্ত, বুর্জোয়া শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে সম্পূর্ণরূপে তাদের বিলুপ্ত করার যুগ পর্যন্ত শ্রেণিসংগ্রামকে স্বীকার করাই আসল কথা— সুবিধাবাদ এতদূর পর্যন্ত শ্রেণিসংগ্রামকে স্বীকার করে না।

প্রকৃতপক্ষে এটি এমন এক সময়কাল যেখানে অভূতপূর্ব তীব্রতায় অভূতপূর্ব শ্রেণিসংগ্রাম দেখা দেওয়াটা অনিবার্য। যার ফলশ্রুতিতে এই পর্যায়ে রাষ্ট্রকে অবধারিত ভাবেই হতে হয় এক নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি এবং সাধারণভাবে সকল বিত্তহীনদের জন্য) এবং নতুন ধরনের একাধিপত্যমূলক (অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে) রাষ্ট্র।

আর এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, মার্ক্সের রাষ্ট্রবিষয়ক তত্ত্বের সারমর্ম তারাই প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করেছে, যারা বুঝেছে যে, একটি শ্রেণির একনায়কত্ব সাধারণভাবে কেবল প্রতিটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের জন্য বা বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাতকারী সর্বহারা শ্রেণির জন্যই জরুরি নয়, এটা পুঁজিবাদ থেকে শ্রেণিহীন সমাজ তথা সাম্যবাদে উত্তরণের সমগ্র ঐতিহাসিক পর্বটার জন্যও জরুরি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ বহু বিচিত্র হলেও কিন্তু তাদের অন্তঃসার কিন্তু এক ঃ এই রাষ্ট্রগুলির রূপ যাই হোক না কেন শেষ বিচারে অবধারিতভাবেই সেগুলি বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্ব। পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্যায়েও বহু বিচিত্র রাষ্ট্ররূপের উদ্ভব হবে, কিন্তু সব রূপই শেষপর্যন্ত হবে মূলগত ভাবে এক— সর্বহারার একনায়কত্ব।

(চলবে)

বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ কেমন আছেন

২০১৯-এর ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ নামের দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। উপত্যকাবাসীর বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই তা হয়েছে। সেনাবাহিনীর বন্দুকের মুখে সাধারণ মানুষকে রেখে এই পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। তাদের যুক্তি ছিল, এর ফলে অনুন্নয়নে মোড়া উপত্যকায় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাবে। শিল্পে লগ্নি বাড়বে, বেকার যুবকদের চাকরি হবে, দুর্নীতি বন্ধ হবে। এক কথায় জনজীবন নিশ্চিন্ত এবং স্বাভাবিক হবে।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর ৪ বছরের বেশি সময় কেটে গেছে। কেমন আছেন জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের মানুষ? সরকারের দাবি, জনজীবন স্বাভাবিক হয়েছে। পর্যটকদের ঢল নেমেছে। লগ্নিতেও নাকি জোয়ার এসেছে। দুর্নীতি নামক শব্দটি নাকি ভ্যানিশ হয়ে গেছে। সরকারি পদে নিয়োগ হয়েছে।

উপত্যকাবাসীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় অবশ্য আলাদা ছবি ফুটে উঠেছে। চাকরি নেই। এমনকি পর্যটনের ব্যবসায় এতদিন যেটুকু রোজগার হত কাশ্মীরী যুবকদের, আঁটোসাঁটো প্রশাসনিক নিরাপত্তার অজুহাতে চলাফেরার উপর নিয়ন্ত্রণের কারণে তাও বিপন্ন। ফল এবং অন্যান্য ব্যবসার অবস্থাও ক্রমশ খারাপের দিকে চলেছে। নাগরিকদের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। মানবাধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিপন্ন। দুর্নীতিও চলছে রমরমিয়ে।

২০১৯-এর পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের বেশি সরকারি কর্মীকে নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত করে ছাঁটাই করা হয়েছে। এখন সরকার যে আইন ব্যবহার করছে, তাতে কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও সময় যে কোনও সরকারি কর্মীকে সরকার ছাঁটাই করে দিতে পারে। অনিশ্চিত জীবনই তাদের ভবিতব্য হয়ে উঠেছে।

জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের বিপন্নতা বেড়েছে

৩৭০ প্রত্যাহারের পরে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে নিখোঁজের সংখ্যা। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে হিন্দু পণ্ডিত ও পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর বহু ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯-২০২২, এই সময়ের মধ্যেই ৭১ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনিক দমন-পীড়নে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। জম্মু-কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার থেকে বঞ্চিত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের নেতাদের উপর নজরদারি ও সিবিআই হানা চলছে বারবার। মিটিং-মিছিল, পদযাত্রা করার উপর নিষেধাজ্ঞা চলছে একটানা। মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচারের হার বেড়েছে কয়েক গুণ। বেকারির হার দাঁড়িয়েছে ২৩.১ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের প্রায় তিন গুণ। প্রায় ৫৫ হাজার সরকারি পদ ফাঁকা। জম্মু-কাশ্মীর সিলেকশন বোর্ড একটি ভুঁইফোড় কোম্পানিকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের বরাত পাইয়ে দেওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এখানকার মন্দিরগুলির জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। জম্মু-কাশ্মীরের আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। হোটেলগুলির লিজ না বাড়ানোর ফলে এই ব্যবসাও বন্ধ হতে বসেছে। সরকার নতুন জমি নীতি চালু করার ফলে হোটেল মালিকরাও হোটেলের জমিকে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার নোটিশ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। সেই জমি কাদের জন্য সংরক্ষিত করা হচ্ছে? বাইরের ধনকুবেরদের কাছে চড়া দামে কাশ্মীরের জমিকে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। এর ফলে ব্যবসা বন্ধের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় হোটেল ও নানা ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীরা। স্বাভাবিক ভাবেই জনজীবন স্বাভাবিক হওয়ার যে দাবি সরকার করছে, কোনও দিক থেকেই তার ছবি চোখে পড়ছে না।

৩৭০ ধারা বিলোপের সাথে ৩৫-এ অনুচ্ছেদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্যালেস্টাইনে হাসপাতালে ইজরায়েলের হামলার প্রতিবাদে
রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে চিঠি চিকিৎসকদের

প্যালেস্টাইনের গাজায় হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর ইজরায়েলি সেনা যেভাবে বোমাবর্ষণ, হত্যালীলা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং রোগী, ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার সারা দেশে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় ১৯ নভেম্বর। ওই দিন কলকাতায় প্রতিবাদ ও সংহতি মিছিল সংগঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী সহ নানা জায়গায় এই প্রতিবাদ ও সংহতি দিবস পালন করা হয়। প্রায় তিন শতাধিক ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, মেডিকেল-ডেন্টাল নার্সিং, প্যারামেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের এক সুসজ্জিত মিছিল এনআরএস মেডিকেল কলেজ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে যায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভবানীশংকর দাস, সহ-সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত ও ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জি প্রমুখ।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, বিগত দু'মাসের বেশি যেভাবে ইজরায়েলি বাহিনী প্যালেস্টাইনের গাজা স্ট্রিপে ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে হাসপাতালেও বোমা বর্ষণ ও মিসাইল আক্রমণ করে শয়ে শয়ে রোগী-ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের হত্যা করছে তার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা ইউনাইটেড নেশনস-এর মহাসচিবকে ১৬ নভেম্বর চিঠি লিখে যুদ্ধবিরতির জন্য হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছি। দাবি করছি প্রাণঘাতী সর্বগ্রাসী যুদ্ধ বন্ধ হোক।

ইজরায়েলের নির্মম হানাদারিতে গাজায় শিশুসহ অসংখ্য মানুষের হত্যা, হাসপাতাল ধ্বংস এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের উদ্দেশে ১৬ নভেম্বর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় ইউনিসেফ দপ্তরের প্রধানের হাতে (ছবিতে বাঁ দিক থেকে তৃতীয়) একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

এআইকেকেএমএস-এর আন্দোলনে
এমআরপি-তে সার বিক্রি উত্তর দিনাজপুরে

সারের কালোবাজারি বন্ধ ও চাষির কাছ থেকে সরাসরি সরকারি মূল্যে ধলতা ছাড়াই ধান কেনার দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, রায়গঞ্জ, করণদিঘি, গোয়ালপোখর, ইসলামপুর ইত্যাদি ব্লকে গত এক মাস ধরে এআইকেকেএমএস-র নেতৃত্বে কৃষকরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যার ফলে বহু ব্লকে এমআরপি দরেই সার কিনতে পারছেন কৃষকরা।

২২ নভেম্বর ইটাহার ব্লক অফিসের সামনে কৃষকদের সভা হয়। জেলা জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ২৮ নভেম্বর এসকেএম-এর কলকাতার সমাবেশে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস, ব্লক সম্পাদক কমরেড তপন দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেয়। বিডিও দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং চাষিদের থেকে ধলতা ছাড়াই সরাসরি ধান কেনার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ওই দিন রায়গঞ্জ ব্লকেও চাষিরা কৃষক নেত্রী রুবিনা খাতুনের নেতৃত্বে আন্দোলন করে এমআরপি রেটে সার আদায় করেছে।

জঙ্গলের অধিকার রক্ষায় কনভেনশন বীরভূমে

বন (সংরক্ষণ) আইন সংশোধনী বিল-২৩ ও বন সংরক্ষণ অধিনিয়ম-২২ অবিলম্বে প্রত্যাহার এবং অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬ সম্পূর্ণরূপে চালু করার দাবিতে বীরভূমের সিউড়িতে ২০ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির জেলা কনভেনশন হয়। জেলার ৭টি ব্লকের প্রতিনিধিরা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির জেলা সম্পাদক মার্সাল হেমরম। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দেউচা-পাঁচামি আন্দোলনের একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী। এ ছাড়াও মূল প্রস্তাবের ওপর আরও অন্যান্য বিশিষ্টরা বক্তব্য রাখেন। মুখ্য আলোচক ছিলেন কমিটির রাজ্য সভাপতি পরিমল হাঁসদা। কনভেনশনে ৩১ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

নিজস্ব বাসভূমি প্যালেস্টাইনের মানুষের অধিকার
যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে সোচ্চার দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্ররা

প্যালেস্টাইনের ওপরে জায়নবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের হত্যালীলা বন্ধের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার ৫টি দেশের ২০টি ছাত্র সংগঠন ১১ নভেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে,

প্যালেস্টাইনের উপর জায়নবাদী ইজরায়েল যে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ইতিমধ্যেই ১২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের একটা বড় অংশই মহিলা এবং শিশু। যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক পরিস্থিতি বুঝতে যারা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেন সেই সাংবাদিকদেরও হামলার নিশানা করা হচ্ছে। ইজরায়েলি অবরোধ গাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাদ্য, জল, বিদ্যুৎ জ্বালানি সহ বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে এ ভাবে শাস্তি দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ-অপরাধ। ইজরায়েল প্রতিদিন হাসপাতাল, বসতবাড়ি, স্কুল, উদ্বাস্তু শিবির এমনকি অ্যাম্বুলেন্সের ওপরেও বোমা ফেলছে। যুদ্ধবিরতির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত কোনও সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকাহীন (নন-বাইন্ডিং) প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়ে নেতানিয়াহু পরিচালিত জায়নবাদী ইজরায়েল সরকার জোর গলায় গণহত্যার স্বপক্ষে সওয়াল করে চলেছে। আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অর্থ, অস্ত্র সহ সব কিছু জুগিয়ে ইজরায়েলকে সমর্থন করে চলেছে এবং তার চরম যুদ্ধাপরাধকে আড়াল করছে। ভারত, চিন, রাশিয়া, আমেরিকার মতো দেশগুলির শাসকরা নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইজরায়েলকে মদত দেওয়ার ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিচ্ছে। বিশ্বে আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির বর্তমান থাকলে ইজরায়েল এই হীন অপরাধ করার সাহস করত না।

বহু দশক ধরে ইজরায়েল পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের সাহায্যে প্যালেস্টিনিয় জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে দমন করে চলেছে। গাজা ২২ লক্ষ প্যালেস্টিনিয় জনগণের বন্দি শিবির হিসাবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্ত জেলখানার তকমা অর্জন করেছে।

ছাত্র সমাজ আজ নির্যাতিত প্যালেস্টিনিয় জনগণের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছে। সারা বিশ্বের মানুষ এই ইজরায়েলি বর্বর হামলার নিন্দা করেছে। বিশ্বজুড়ে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিকামী মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান ফ্যাসিস্ট ইজরায়েলি সরকার ও তার মিত্রদের প্রতিহত করতে এবং প্যালেস্টাইনের জনগণের প্রাণরক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।

দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্র সংগঠন হিসাবে আমরা একযোগে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, সর্বপ্রকার অবরোধ তুলে নিতে হবে। জ্বালানি সহ সমস্ত রকম মানবিক সাহায্য গাজায় প্রবেশ করতে দিতে হবে। আমরা সমস্ত দেশের বিশেষত পশ্চিমি দুনিয়ার সরকার এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি জানাচ্ছি তারা প্যালেস্টাইনের জনগণকে অমানুষ হিসাবে দেখানো, তাদের ওপর চলা গণহত্যাকে সমর্থন করা বন্ধ করুক। আমরা প্যালেস্টাইনের জনগণের মুক্তি, বাসস্থান ফেরত পাওয়া ও তার জন্য প্রতিরোধের অধিকারকে সমর্থন জানাচ্ছি।

এই বিবৃতিতে উদ্যোক্তা এআইডিএসও সহ ভারত থেকে স্বাক্ষর করেছে এসএফআই, এআইএসএ, এআইএসএফ এবং পিএসইউ। এ ছাড়া বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, আরএসইউ, ডিএসসি, বিএসইউ, বিএসএফ এবং গ্রেটার চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস হিল স্টুডেন্টস কাউন্সিল (পিসিপি)। পাকিস্তানের ডিএসএফ, কেএসএফ, এনএসএফপি। নেপালের এএনএনএফএসইউ, এএনএনআইএসইউ(আর), এএনএনআইএসইউ(সিক্সথ) এবং প্রতিরোধ নেপাল। শ্রীলঙ্কার আইইউবিএফ, আইইউএসএফ এবং আরএসইউ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে।

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক
লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে
সমাবেশ
শহিদ মিনার ময়দান
২১ জানুয়ারি
বেলা ১টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য
বক্তা ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
কমরেড জায়সন যোসেফ

এমআরপি রেটে সারের দাবি আলু-পাট-ধানচাষি সংগ্রাম কমিটির

রাসায়নিক সারের কালোবাজারি ও দুর্নীতি রোধ, এমআরপি রেটে সার বিক্রির ব্যবস্থা সহ ৯ দফা দাবিতে ২২ নভেম্বর কোচবিহার ডিএম অফিস ও মহকুমা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এবং কৃষিদপ্তরে মিছিল করে ডেপুটেশন দেয় আলু-পাট-ধানচাষি সংগ্রাম কমিটি এবং অল ইন্ডিয়া কে কে এম এস। দাবি ছিল— কৃষিঋণ মকুব, শস্যবিমার পরিমাণ প্রকাশ করা, কৃষি বিদ্যুতে ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ না বাড়ানো, কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, সরকারি ধান কেনায় দুর্নীতি বন্ধ, অনিয়ম রোধ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। আরও দাবি তোলা হয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি ভাতা-অনুদান ৫ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে, ঋণ আদায়ের নামে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের জুলুম ও বিনা অনুমতিতে গ্রাহকের ভাতা অনুদান কেটে নেওয়া বন্ধ করতে হবে, জবকার্ডধারীদের মজুরির বকেয়া টাকা মেটাতে হবে ও নিয়মিত কাজ দিতে হবে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা নৃপেন কার্যি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্যস্তরীয় শিক্ষাশিবির

এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে সম্পন্ন হল ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষাশিবির। শিবিরে দুই শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৭৪ সালের দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিক সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনের ভাষণটি একক এবং যৌথ ভাবে পড়ার ভিত্তিতে শ্রমিকরা তাঁদের প্রশ্ন রাখেন।

শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কমিটির সহসভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ ও কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস প্রমুখ।

খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি কোলাঘাটে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার অন্তর্গত দেউলবাড় এলাকায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ২০ নভেম্বর রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী গুলি চালিয়ে উত্তর জিঞাদা গ্রামের বাসিন্দা সমীর পড়িয়া নামে এক স্বর্ণব্যবসায়ীকে খুন করে তার টাকা ও সোনার গয়না ভর্তি ব্যাগ লুঠ করে। প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ চলার পরে কোলাঘাট ও পাঁশকুড়া থানার পুলিশ এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার, এলাকায় চোরাকারবার বন্ধ, মদ-জুয়া-সাট্টার ঠেক উচ্ছেদ ও খারাপ সিসিটিভিগুলি পাল্টানোর দাবিতে ২২ নভেম্বর এলাকায় সমস্ত বাজার-কমিটি ও স্থানীয় মানুষের পক্ষে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও তমলুক মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নিহত ব্যবসায়ীর বাবা উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ), জেলা পুলিশ সুপার, তমলুক মহকুমা শাসক স্মারকলিপি নেন এবং দাবিগুলি পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে বেলডাঙায় চাষিদের বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ১নং ব্লকে ২২ নভেম্বর স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন হয়। দেড় শতাধিক কৃষক ও খেতমজুর বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তারা দাবি করেন— নয়া বিদ্যুৎ বিল ও স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে, কৃষিতে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড অমল ঘোষ ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লোকমান হাকিম। কমরেড মালেক সেখের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন দেন।

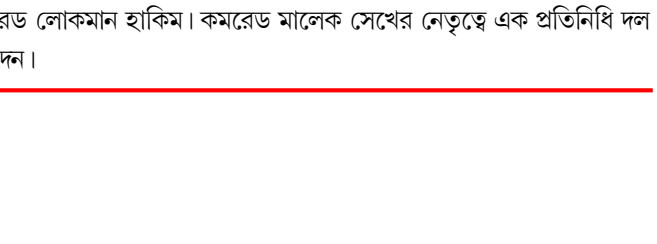

মানিক মুখার্জী স্মরণে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সভা

২৩ নভেম্বর পথিকৃৎ, চারণিক এবং পিসিএআই (প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া)-র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আমৃত্যু পথিকৃৎ পত্রিকার সম্পাদক ও চারণিকের সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জীর স্মরণসভা।

বহু পত্রিকা গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক ফোরাম, নাট্যগোষ্ঠী, শিল্পগোষ্ঠীর সদস্যরা কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল বাশার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শিল্প-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার বিষয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে কমরেড মানিক মুখার্জীর সাবলীল ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণার পাশাপাশি দুটি সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে কমরেড মানিক মুখার্জীর সংগ্রামী জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিল্প-সংস্কৃতির জগতে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক উপলব্ধি তুলে ধরার জন্য শিবদাস ঘোষের গাইডেন্সে কমরেড মানিক মুখার্জী অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যাপক কাঞ্চন দাশগুপ্ত, বক্তব্য রাখেন চারণিকের সম্পাদক সুকুমার কর্মকার। সভাপতিত্ব করেন পথিকৃৎ-এর সম্পাদক স্বপন ঘোষাল। তিনি বলেন, মানিক মুখার্জী কোনও বিতর্ককে চাপা দিতেন না। মানিক মুখার্জী বলতেন, মেহনতি মানুষের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধের আহ্বান অন্ধ্রপ্রদেশের শিক্ষাবিদদের

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ৯ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫০ জনের বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন তামিলনাড়ুর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ করুণানন্দন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ইউজিসি ডিগ্রি স্তরে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি পাল্টে 'ভারত' করার যে নির্দেশিকা দিয়েছে তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেন। মনগড়া ধারণা ও কাল্পনিক ধারণা চাপিয়ে দিয়ে ইতিহাস বিকৃতির তিনি সমালোচনা করেন।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, এই শিক্ষানীতি হল বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত বেসরকারিকরণ ও আরএসএস উদ্ভাবিত হিন্দুত্ববাদী ভাবনা-চিন্তার বিচিত্র মিশেল। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান।

পাঠ্যবই রচয়িতা কে ভি রামানা মূর্তি ইতিহাস থেকে মোগল অধ্যায়, ভারত ভাগ, পপুলার মুভমেন্ট ইত্যাদি বাদ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা এ চন্দ্রশেখর ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং কমিউনিটি সার্ভিস প্রোজেক্ট (সিএসপি) প্রবর্তনের সমালোচনা করেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভি এন আর শেখর কর্ণাটকে জাতীয় শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য উল্লেখ করে বলেন, কর্ণাটকের নতুন সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি চালু না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। কনভেনশন থেকে অধ্যাপক এস সুব্রহ্মণিয়ামকে সম্পাদক ও অধ্যাপক কে ভেনুগোপাল রেড্ডিকে সভাপতি করে ৪০ সদস্যের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

পাঠকের মতামত

আজও স্বপ্ন দেখায় নভেম্বর বিপ্লব

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ৭-১৭ নভেম্বর যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল সমগ্র বিশ্বে। আজও সমগ্র বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব। নভেম্বর বিপ্লবের ১০৬ বছর বাদেও নভেম্বর বিপ্লবের গুরুত্ব আজও অম্লান, অনস্বীকার্য ও চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লবের ফলে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রথম গড়ে ওঠে। সেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে সামাজিক মালিকানার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকল্প উন্নততর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে সেদিন বাস্তবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তা এখনও শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাছে প্রেরণা যোগায়, আশা যোগায়, মুক্তির স্বপ্ন দেখায়।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা, সমস্ত রকম কুসংস্কার, অনাহার, চুরি, দুর্নীতি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়েছিল। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক ও সার্বজনীন। ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদান করা হত। সর্বপ্রকার চিকিৎসা জনগণ পেত বিনামূল্যে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া হিটলারকে পরাজিত করে এবং বিশ্বকে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

নভেম্বর বিপ্লবের পরে রাশিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রযুক্তির উন্নতি করে প্রথম বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার শাসন থেকে রাশিয়ার মুক্তি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ভারত সহ একাধিক দেশ উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে একে একে মুক্তি লাভ করে।

এ কথা সত্য যে, রাশিয়া ও চিন এখন আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং সংশোধনবাদীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও চিনের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প উন্নততর সমাজব্যবস্থার যে বুর্জোয়া দর্শন লেনিন নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আজও শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কাছে প্রেরণা যোগায়, ভরসা যোগায়, আশা যোগায়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাময়িক বিপর্যয়ের পর বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও তা কিন্তু একতরফা নয়। বিশ্ব রাজনীতিতে আজ রাশিয়া, চিন, জার্মানি, জাপান এরাও আমেরিকার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পাল্টা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। এর ফলে প্রতিদিন যুদ্ধের বিপদ বাড়ছে। প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া সহ নানা দেশ যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তাই আজও নভেম্বর বিপ্লবে রাশিয়ায় মস্কো শহরে লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি সহ মিছিল হচ্ছে। নভেম্বর বিপ্লব শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষকে তার প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

শ্যামল দত্ত, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

জীববিদ্যা ছাড়াই ডাক্তারি!

জাতীয় শিক্ষানীতির কৃপায় প্রাপ্ত অবাঞ্ছনীয় উপহার হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে পাওয়া অনেক বদলের মধ্যে ডাক্তারিতে ভর্তির পরীক্ষা 'নিট ইউজি'-র নতুন কিছু নিয়মও তাই। যেমন সিলেবাস থেকে বেশ কিছু চ্যাপ্টার, টপিক বাদ যাওয়া, প্রশ্নপত্রে আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিভাগ ইত্যাদি। সদ্য প্রকাশিত একটি নিয়ম অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কোনও শিক্ষার্থীর জীববিদ্যা না থাকলেও সে নিট পরীক্ষা দিতে পারবে। কেউ যদি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে জীববিদ্যা না পড়ে থাকে, তার মানে সেই বিষয় পড়ার ইচ্ছা তার নেই বা তার ভাল লাগে না অথবা সে এই বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা। যদি কেউ জীববিদ্যাই পছন্দ না করে সে কী ভাবে ডাক্তারি পড়বে? সেখানে তো সব বিষয়গুলিই জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখা।

সন্তানকে নিয়ে অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা পরিবারের অভাব ভারতে এমনিতেই নেই। তাদের চাপে পড়ে নিট অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবেশিকা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আত্মহত্যার খবর প্রায়ই শোনা যায়। সেখানে এই ধরনের নিয়ম এই রকম শিক্ষার্থীদের খবরের হার বাড়াবে না কি? এই শিক্ষার্থীরা যখন নিট উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়তে যাবে তখন কলেজে 'থ্রি-ইডিয়েটস' সিনেমার ফারহানদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়বে। একটা প্রজন্মের বহুজনের মানসিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এই একটি নিয়ম। কিছু সংবাদমাধ্যম বলছে যে, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী নাকি অনেক আগে থেকেই এমন নিয়ম চায়। শিক্ষার্থীরা চায়, না তাদের পরিবার চায়?

একদল শিক্ষার্থীর পরিবার এখন চায় 'সব পরীক্ষাই দিয়ে দেখি যেটায় লেগে যাবে সেটায় ভর্তি হব' অর্থাৎ ডাক্তারির মতো মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত একটা বিষয় নিয়ে তাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। এটা নিছক একটা টাকা রোজগারের ছাড়পত্র! আর এ সবেরও শেষে আমার মতো একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর মনে এই সন্দেহটিও জাগে যে নিটের অ্যাপ্লিকেশন ফি পরীক্ষার্থী এই নিয়মটি নিটের আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ানোর কোনও ফন্দি নয়তো? উল্লেখ্য, নিটের ফি কিন্তু নেহাত কম নয়।

পল্লবী নস্কর, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা

বালুরঘাটে রেলগেটের দাবিতে আন্দোলন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার বোয়ালদার অঞ্চল নাগরিক অধিকার সুরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ নভেম্বর স্থানীয় সাংসদের মাধ্যমে রেলমন্ত্রীর কাছে দুর্লভপুর পোড়ামাধইলের মাঝখানে রেললাইনে দুর্ঘটনা এড়াতে ২৪ ঘণ্টা রেলগার্ড সহ রেলগেটের দাবিতে এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করেন। সাংসদ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন কথা দেন। এরপর বালুরঘাট শহরের রাস্তায় আন্দোলনকারীরা একটি মিছিল করেন।

চাঁচোলে মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সম্মেলন

মিড ডে মিল প্রকল্পে বেসরকারিকরণ প্রতিরোধ, ১০ মাস নয় ১২ মাসের বেতনের দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কের সমান কমপক্ষে মাসে ৬৩০০ টাকা বেতন, পিএ এবং পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষা এবং সরকারি কর্মীর মর্যাদার দাবিতে ২৬ নভেম্বর মালদার চাঁচোল মালতিপুরে অনুষ্ঠিত হল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের চাঁচোল ২নং ব্লক সম্মেলন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পথ অবরোধ ও লাগাতার রান্না বন্ধের কর্মসূচি গ্রহণ করে শক্তিশালী ব্লক কমিটি গঠন করা হল। সম্মেলনে তাজকেরা সভাপতি, উমা সরকার সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছেন। শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি মালদা জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুধর মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক বর্মন ও ইউনিয়নের মালদা জেলা সংগঠক কমরেড সাথী চৌধুরী।

জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ কেমন আছেন

তিনের পাতার পর

বাতিল করে কাশ্মীরের জমি ভারতের অন্য প্রান্তের বাসিন্দারা, এমনকি বিদেশিরাও কিনতে পারবে বলে সরকার ঘোষণা করে। সরকার বলছে, বাইরের পুঁজি এলে উপত্যকার উন্নয়ন হবে। যদিও অনলাইন পোর্টালে বিজ্ঞাপন দিয়ে বহুদিনের লিজে জমি বিক্রির কথা বললেও বাইরের লগ্নি দূর অস্ত, কোনও লগ্নিই আসছে না। সরকার ঘোষণা করেছিল, কোল্ড স্টোরেজ, কাঠ-শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকরা পুঁজি বিনিয়োগ করবে। কিছু কর্মসংস্থানের আশা দেখেছিল উপত্যকার মানুষ। তাও বিশ বাঁও জলে। একদিকে সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে কাশ্মীরবাসীকে মিলিটারির বন্দুকের ভয় দেখিয়ে, অন্যদিকে নানা নিয়ম-নীতির ফাঁসে রুদ্ধ করে তাদের অবদমিত করতে চাইছে প্রশাসন। এক কথায় হাতে এবং ভাতে দু'দিক দিয়েই তারা কাশ্মীরের মানুষকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছে।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিপন্ন

মানুষের সব অধিকার যখন ভয়ঙ্কর রকম ভাবে বিপন্ন, তখন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমই পারত কিছুটা হলেও তা মানুষের সামনে তুলে ধরতে। কিন্তু এমন কোনও নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম নেই, যার উপর ও তার সাংবাদিকদের উপর বীভৎস আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়নি। মুখ বন্ধ করতে এমনকি গুম, খুন পর্যন্ত করা হয়েছে। 'রাইজিং কাশ্মীর'-এর প্রধান সম্পাদক সাংবাদিক সুজাত বুখারিকে হত্যা করেছে দুষ্কৃতীরা।

২০১৯-এর পর থেকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা চূড়ান্ত ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকার ১২ জনেরও বেশি সাংবাদিককে 'ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত' এই অজুহাত দিয়ে তাঁদের পাসপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে, না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে প্রশাসন। যখন-তখন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অফিস-বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মানবাধিকার সংগঠনগুলিও আক্রমণের শিকার।

তিন জন সাংবাদিককে কঠোর আইন ইউএপিএতে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এরকম সাংবাদিকদের আবার সঙ্গে সঙ্গে জনসুরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে দু'বছর বন্দি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় কোনও স্বাধীন সংবাদপত্র নেই কাশ্মীরে। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সানা ইরশাদ মাট্টোকে পর্যন্ত বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। বাকস্বাধীনতা বলে কিছু নেই। সরকারের সমালোচনা দূরের কথা, প্রশংসা না করলেই সে সব সংবাদমাধ্যমের উপর খড়্গহস্ত হচ্ছে প্রশাসন। দুই সাংবাদিককে জামিন দিতে গিয়ে এই কথা সরকারকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট।

শান্তির সংজ্ঞা প্রশাসন ও উপত্যকাবাসীর কাছে আলাদা

বিজেপির দাবি, তাদের জমানায় কাশ্মীরে শান্তি ফিরে এসেছে। নেতাদের মতে, ধমর্ঘট, পাথর ছোঁড়া, সরকারবিরোধী স্লোগান নেই। ফলে শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে কাশ্মীর। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চেহারা তো আগেই দেখা হয়ে গেছে! শান্তি বলতে তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন? তা কি শ্মশানের শান্তি?

৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার সময়ই এস ইউ সি আই (সি)-র বিশ্লেষণ ছিল, ৩৭০ প্রত্যাহার কাশ্মীরের জনগণকে দেশের মূল স্রোত থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকেই বাড়তি শক্তি দেবে। এই বিশ্লেষণ কত অভ্রান্ত তার প্রমাণ বর্তমানের কাশ্মীর। কংগ্রেসের ধারাবাহিকতায় বিজেপি সরকারের নির্মম দমন-পীড়ন কাশ্মীরের জনগণের মন জয় করার পরিবর্তে বিরাট অংশের জনসাধারণকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে।

বন সংরক্ষণ আইন

একের পাতার পর

মন্ত্রক গ্রামসভার অনুমতি ছাড়াই জঙ্গলের জমি অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে পারবে। সাথে সাথে ক্ষতিপূরণ বাবদ শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জমি ও জঙ্গলের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করতে বলবে। বহুকাল ধরে চলে আসা গ্রামসভার অধিকারকে কেন্দ্রীয় সরকার এর মধ্য দিয়ে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। সাথে সাথে অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬-কে শক্তিহীন করে দিয়েছে। বন সংরক্ষণ রুলস-২০২২-এর পর বন সংরক্ষণ আইন-২০২৩ পাশ করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬'-কে একেবারে সমাধিস্থ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬ একটি দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের ইতিহাস বেদনাদায়ক ভাবে আদিবাসী, বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষকে বঞ্চনার ইতিহাস। স্বাধীনতার আগে থেকেই আদিবাসী ও গরিব শোষিত মানুষ জল, জমি, জঙ্গল রক্ষার আন্দোলন করে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভের পরথেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংরেজ যখন জঙ্গলমহল সহ ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে এবং রাজমহল এলাকাতে থাবা বসাতে চেয়েছে তখনই আদিবাসী ও ওই এলাকার গরিব শোষিত মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় রাজমহল এলাকাতে পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ভাগলপুর অঞ্চলে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ, জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ ও সিংভূমে হো বিদ্রোহ প্রভৃতি সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জমিদার, মহাজন, আড়কাঠি, ঠিকাদার ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল পরগণা এলাকাতে সংঘবদ্ধ লড়াই হয়েছিল, যা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' বা 'হুল' নামে পরিচিত। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সাঁওতাল পরগণার উদ্ভব। এই লড়াইয়ের ফলে ইংরেজ সরকার ওই এলাকার সাঁওতাল সহ আদিবাসীদের জমি রক্ষার জন্য যে সব আইনি সংস্কার শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতাতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৯ সালে সাঁওতাল পরগণা টেন্যান্সি অ্যাক্ট প্রণীত হয়।

আবার ১৮৯৫-১৯০০ ব্যাপী ছোটনাগপুর এলাকা জুড়ে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন 'উলগুলান'-এর ফসল হিসাবেই ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট চালু হয়। ১৮৯০ সালে জঙ্গল আইন-১৮৭৮-এর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই বিরসা মুন্ডার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা। এই বিদ্রোহগুলিকে ইংরেজ সরকার নির্মমভাবে দমন করে। এই শোষিত গরিব ও আদিবাসী মানুষ বাংলার তেভাগা আন্দোলনেও বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল, শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিল।

আদিবাসীদের আইনি অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারের ভূমিকা

১৯৮৮ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার রিজার্ভ ফরেস্ট অ্যাক্ট চালু করার ফলে দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছিল। ২০০২ সালে বিজেপি সরকারের কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এক নির্দেশিকায় জঙ্গলের জমিতে বংশপরম্পরায় বসবাসকারীদের 'দখলকারী' অ্যাখ্যা দিয়ে প্রায় এক কোটি আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী মানুষকে উচ্ছেদের কথা বলেছিল। সমস্ত গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী সংগঠনগুলির সংগঠিত প্রতিবাদের মুখে পড়ে ২০০৩ সালে প্রাক্তন বিচারপতি বি এন কৃপালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল ফরেস্ট কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে 'ফরেস্টরাইটস অ্যাক্ট-২০০৬' তৈরি হয়। আইনে বলা হয় ১৩ নভেম্বর ২০০৫ অবধি যারা জঙ্গলের জমিতে বসবাস করছেন বা জঙ্গলের জমি চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাদের ওই জমির পাট্টা দেওয়া হবে। কিন্তু এই আইনটি কার্যকর করে পাট্টা দেওয়ার কোনও উদ্যোগই নেয়নি কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার।

এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি প্রণয়নের পরেও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল। ত্রিপুরাতে ছিল আরও কয়েক বছর। তারাও এই আইন প্রয়োগ করে বনবাসীদের জমির পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি।

কেবল তাই নয়, ১৯৯৪ সালে এ রাজ্যের সিপিএম সরকার তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের পরিচিতি ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে যে সমস্ত আইন করে তার পরিণামে এই জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের সমস্ত অধিকার থেকে চূড়ান্ত ভাবে বঞ্চিত করার চক্রান্ত শুরু হয়। এই সমস্ত পরিবারগুলির কাছ থেকে জমির তিন পুরুষ আগের সরকারি নথি চাওয়া হতে থাকে যেখানে জাতি (সাব কাস্ট)-এর উল্লেখ আছে। এই ধরনের নথি দেওয়া যে বাস্তবে তফসিলি জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় সেটা সরকার ভালোভাবেই জানত। সেই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিরাট অংশের মানুষকে কাস্ট সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফলে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সহ অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রকার বরাদ্দ থেকে তাদের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে এই অংশের দরিদ্র মানুষকে বাঁচার দাবিতে লড়াই করতে হচ্ছে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সচিব নির্দেশ জারি করেছেন, সিডিউল ট্রাইব সার্টিফিকেটগুলি নির্দিষ্ট পদবির ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার জন্য শুনানি করতে হবে। বলা হয়েছে, পদবিগুলি (সারনেম) বিশেষ জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট কিনা, ১৫ দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেখতে হবে। মহকুমা শাসকেরা বিভিন্ন এলাকার মানুষকে ডেকে কাগজপত্র দাবি করতে থাকেন। এই অন্যায় এবং বেআইনি নির্দেশিকার ফলে রাজ্য জুড়ে বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত, তফসিলি জাতি-উপজাতি ইত্যাদি অংশের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কোনও পদবি সরকারিভাবে কখনও নির্ধারিত ছিল না, এখনও নেই। একই সাব-কাস্টের অন্তর্ভুক্ত মানুষের বিভিন্ন ধরনের পদবি আছে। একই এলাকায় একই রাজ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যে এর তারতম্য বিশাল। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনও ব্যক্তি এফিডেভিটের ভিত্তিতে নিজের পদবি পরিবর্তন করতে পারেন। এতে তাঁর সাব-কাস্ট পরিবর্তিত হয়ে যায় না। তাই পদবির ভিত্তিতে সাব-কাস্টের পর্যালোচনা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ। তৃতীয়ত, কোনও আধিকারিকের মনগড়া সন্দেহের বশে সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে দীর্ঘকাল চলে আসা সাব-কাস্ট সম্পর্কিত কোনও তথ্য কারও কাছ থেকে চাওয়া যায় না। সন্দেহের বশে এক বিশাল জনতার সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশ বাস্তবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত, গরিব মানুষের কাছ থেকে জোর করে কাস্ট সার্টিফিকেট এবং তার ভিত্তিতে প্রাপ্য অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার সামিল। ফলে ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবি উঠেছে, সার্কুলারটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে হওয়া শুনানিগুলি অবিলম্বে বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

বিজেপি সরকার ঠিক এরই অনুসারী পদক্ষেপ নিচ্ছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। তারা ২০১৪ সালে ক্ষমতায় বসেই নতুন রুল এনে এমন শর্ত জুড়ে দেয় যাতে আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের পাট্টা পাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। নতুন রুলে তারা বলে যে, জমির পাট্টা পেতে হলে তিন প্রজন্ম ধরে বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে। তিন প্রজন্ম মানে ৭৫ বছর। এই নথি দরিদ্র মানুষ পাবে কোথায়? শিক্ষাবঞ্চিত, আইনকানুন সম্পর্কে ধারণাহীন এই মানুষগুলির কাছ থেকে এই নথি পাওয়া বাস্তবে অসম্ভব। তাছাড়া তাদের ভাঙা ঘরে ঝড়, বৃষ্টি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির হাত থেকে নথি রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থাটুকুও নেই। এটা সরকার ভালো করেই জানে।

এতদসত্ত্বেও আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও গরিব মানুষের জঙ্গলকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার যে চিরাচরিত অধিকার ছিল, তার উপর আরও একটা আক্রমণ তারা এনেছে আদালতকে ঢাল করে। 'অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬' সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের এক মামলার রায়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে বলা হয়, কোনও বনবাসী মানুষের কোনও আবেদন 'দক্ষ আধিকারিক' দ্বারা 'যোগ্য নয়' বলে বিবেচিত হলে, আবেদনকারীর নাম পাট্টা বা এই আইনের অন্য অধিকার প্রাপকদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা বা তার বিরুদ্ধে অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পরেও সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ ও ২০১৯-এ দু'বার উচ্ছেদের উপর জোর দেয়। এই রায় হতে পেরেছে সরকারের ভূমিকার জন্যই। সরকার কার্যত এই রায়ই চেয়েছিল। সেই পথেই তারা মামলা না করলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এইরকম বিপদে পড়তে হত না।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদকেও লঙ্ঘন করেছে

এই প্রশ্নে সরকারের ভূমিকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদেরও বিরোধী। মানবাধিকার সনদে বলা আছে, প্রত্যেক পরিবারের সমানাধিকার থাকবে। বলা হয়েছে, আদিবাসীরা যে সকল জমি, এলাকা এবং সম্পদ চিরাচরিতভাবে এবং বংশানুক্রমে অধিকার করে আছেন, দখল করে আছেন বা ব্যবহার করে আসছেন তা রক্ষা করতে হবে। আরও বলা হয়েছে, জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জ্ঞান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও রিও-এর পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণাতে বলা হয়েছে, পরিবেশ রক্ষায় আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই ঘোষণাগুলির অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ ভারত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একদিকে নতুন নতুন সংশোধনী বা রুলস এনে আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষের খানিকটা হলেও স্বার্থরক্ষাকারী আইন 'অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬', 'ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট', সান্তাল পরগণা টেন্যান্সি অ্যাক্ট' দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ক্ষমতাহীন করছে। অপরদিকে জনবিরোধী ও কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষাকারী 'অরণ্য (সংরক্ষণ) আইন-১৯৮০' এর অধিনিয়ম-২০২২ ও সংশোধনী-২০২৩ এনে তাকে আরও কর্পোরেটের স্বার্থরক্ষার পরিপূরকভাবে শক্তিশালী করেছে।

প্রতিরোধের প্রস্তুতি ঘরে ঘরে

অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি জন্মলগ্ন থেকেই এই সকল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন-২০২৩ ও বন (সংরক্ষণ) অধিনিয়ম-২০২২ বাতিলের দাবিতে গত ২৩ আগস্ট সারা ভারত প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। এর পর বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন-২০২৩ ও বন (সংরক্ষণ) অধিনিয়ম-২০২২ বাতিল এবং অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ সম্পূর্ণরূপে চালু করার দাবিতে দেশ জুড়ে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে পোস্টকার্ডে স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং ব্লক ও জেলা স্তরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই নানা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, যারাই জঙ্গলের দখল নিতে যাচ্ছে আদিবাসী, বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

পরিবেশ সচেতন নাগরিক সমাজও এই সকল আন্দোলনকে সমর্থন করছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন। ইতিপূর্বে ওড়িশার সিমলিপালে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন হয়েছে, ঝাড়খন্ডের হাজারিবাগ জেলার বড়কাগাও এবং ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলাতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও পাহাড়-জঙ্গল রক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। দেউচা পাঁচামিতে খোলামুখ কয়লাখনির প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও যথাযথ পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

অপরদিকে অযোধ্যা পাহাড়ে জঙ্গল ও পরিবেশ ধ্বংস এবং গরিব বনবাসী ও আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কর্পোরেটদের স্বার্থে সুন্দরবন ধ্বংস করে গরিব মানুষের সর্বনাশ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সারা রাজ্যে বংশ পরম্পরায় বসবাসকারীদের অবিলম্বে পাট্টা প্রদানের দাবিতে গণ কমিটি গঠিত হচ্ছে।

এই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। এই আন্দোলন আপামর জনসাধারণের অধিকার ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার আন্দোলনের পরিপূরক। তাই সকল শোষিত মানুষ ও সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অধিকার রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এই লড়াইকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

স্মার্ট মিটার প্রতিরোধে গ্রাহকরা আন্দোলনে

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রতিবাদে এবং ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ, ডিসিআরসি চার্জ ও সরকারি ডিউটি বসিয়ে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি 'অ্যাবেকা'-র নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করছেন গ্রাহকরা।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ২৩ নভেম্বর দপ্তরের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রিজিওনাল ম্যানেজার অফিসে বিক্ষোভ হয় বিজলি ভবনের গেটে। হলদিয়া মেছেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের প্রতিরূপ পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল। এতে তিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোকতরু প্রধান, জেলা কমিটির সম্পাদক প্রদীপ দাস, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ।

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

মেদিনীপুর ঃ ২৩ নভেম্বর সহস্রাধিক বিদ্যুৎ রিজিওনাল ম্যানেজারের দপ্তরে গ্রাহক তুমুল বিক্ষোভ দেখান। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে যায়। ক্ষুদিরাম মোড়ে অবরোধ হয় প্রায় ৪০ মিনিট। বিদ্যুৎ দপ্তর ও সরকারের জারি করা ট্যারিফ অর্ডারে অগ্নিসংযোগ করেন অ্যাবেকার রাজ্য সহ-সভাপতি মধুসূদন মান্না। এরপর বিক্ষোভ মিছিল রিজিওনাল ম্যানেজারের দপ্তরে গেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঢুকতে বাধা দেয় এবং গ্রাহকদের সঙ্গে তীব্র ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা গোটা এলাকা অবরুদ্ধ করে রাখেন। শুরু হয় বিক্ষোভ সভা। মধুসূদন মান্নার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছে এবং অ্যাবেকার জেলা আহ্বায়ক চণ্ডী হাজরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল জোনাল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেয়।

খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

কোচবিহার ঃ ২৩ নভেম্বর অ্যাবেকা কোচবিহার জেলা কমিটির ডাকে নিউটাউন বিদ্যুৎ অফিস থেকে গ্রাহকদের একটি প্রতিবাদী মিছিল কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে রিজিওনাল অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত করে। রিজিওনাল অফিসার অধিকাংশ দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আশ্বাস দেন। এরপর গ্রাহকরা শহরের প্রাণকেন্দ্র হরিশপাল চৌপথিতে ঘন্টাখানেক পথ অবরোধ করেন। বক্তব্য রাখেন গ্রাহক সংগঠনের জেলা সম্পাদক মানিক বর্মন।

দার্জিলিং ঃ ২৩ নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরে অ্যাবেকার বিক্ষোভ মিছিলে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০০ জন বিদ্যুৎগ্রাহক উপস্থিত হন।

নকশালবাড়ি এলাকাতে শাসক দলের কর্মীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও সেখান থেকে গ্রাহকরা নিজেরাই গাড়ি রিজার্ভ করে মিছিলে আসেন। ধান কাটা, আলুর বপন কাজের জন্য যে সব কৃষকরা আসতে পারেননি, তাঁরা আন্দোলন তহবিলে অর্থসাহায্য করেন।

বাঁকুড়া ঃ ২২ নভেম্বর শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক প্রবল বিক্ষোভ দেখান জেলাশাসক দপ্তরে। লালবাজার বিবেকানন্দ মোড় থেকে সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল গ্রাহকদের বাঁচার জ্বলন্ত দাবিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রধান রাস্তার দু-পাশের ছোট দোকান, লেদ গ্রিলের কারখানার মালিক ও পথচলতি অগণিত জনগণ ব্যাপক সমর্থন জানান। জেলা সম্পাদক স্বপন নাগের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ দাস, জেলা নেতৃত্ব হরিদাস ব্যানার্জী, বিদ্যুৎ শীট, শিশির কোলে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ২২ নভেম্বর অ্যাবেকার পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শুরুতে দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অনুকূল ভদ্র। একটি সুসজ্জিত মিছিল বারাসাত শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে এলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিল আটকে দেয়। সেখান থেকে সংগঠনের জেলা সম্পাদক রবীন দেবনাথের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়।

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

কর্মসূচিতে জেলার ২০টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকে প্রায় ১০০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক অংশগ্রহণ করেন।

খুন, পাল্টা খুন ও বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে
জয়নগরে থানা ডেপুটেশন

১০ নভেম্বর ভোরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বামনগাছি অঞ্চলের বাঙালবুড়ির মোড়ে শাসক তৃণমূলের এক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের উপস্থিতিতেই দুষ্কৃতী সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক কিলোমিটার দূরে দলুয়াখাকি গ্রামে বেশ কিছু বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আসবাবপত্র, খাদ্যসামগ্রী, টাকা-পয়সা লুঠ করা হয়। বইপত্র, জামাকাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে আসন্ন পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। শীতের সময় অনেকেই খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। ত্রাণ নিয়ে কাউকেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি মানবাধিকার কর্মীদেরও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির উদাহরণ।

বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনের অতি সক্রিয়তা দেখে মনে হয় প্রশাসন কিছু বিষয় চাপা দিতে চাইছে। কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসনের এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

২৫ নভেম্বর দলের জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে একটি মিছিল জয়নগর থানায় যায় এবং ৬ জনের প্রতিনিধি দল আইসি-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধি দলের পক্ষে প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর খুন, পাল্টা খুন ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং গ্রামে কোনও মানুষকে ঢুকতে না দেওয়ার প্রতিবাদ করে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। আইসি জানান বর্তমানে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে এবং এলাকা থেকে মদ জুয়া সাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছে। কমরেড নস্কর আইসি-র বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান না হলে অবিলম্বে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হব।

প্রতিনিধি দলে কমরেড তরুণ নস্কর ছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জী, অম্লান কুসুম সরকার, সুমন্ত গাঙ্গুলী ও সুবীর দাস।

লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলায় সভা

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন করার যে কর্মসূচি এস ইউ সি আই (সি) নিয়েছে তার অঙ্গ হিসাবে ২০ নভেম্বর আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। লেনিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার পর সভার সভাপতি কমরেড মলিন দেববর্মা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক মহান দার্শনিকের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। শেষে প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এই মহান চিন্তানায়ক শোধনবাদী বিকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে মার্ক্সবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে রক্ষা করেছিলেন এবং মার্ক্সবাদকে দর্শনগত, আদর্শগত, নীতিগত ও সংগঠনগত ভাবে বিকশিত করে মার্ক্সবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে মৌলিক অবদান রেখেছেন। তিনি বলেন, আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তার অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ইউক্রেন, মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ তার সংকটের সমস্ত বোঝাটা শোষিত জনগণের উপর চাপিয়ে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এই দুর্বিষহ শোষণ-নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ মহান লেনিনের শিক্ষাকে অনুসরণ করে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com